দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...16 NOV 1990...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

122

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আদেশের বিরুদ্ধে আনীত রীটের শুনানি অব্যাহত থাকবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার সরকারী আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আনীত রীট আবেদনের শুনানি অব্যাহত থাকবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি, মোঃ আবদুল জলিল ও বিচারপতি কাজী সফিউদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আনীত এক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ সরকারের ওপর

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

আনীত রীটের শুনানি

(১ম পাতার পর)

রুলনিশি জারি করে আলোচ্য আদেশটিকে কেন বেআইনী বলে ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়েছিলেন।

এটর্নি জেনারেল রফিকুল হক গত মঙ্গলবার ও বুধবার আদালতে নিবেদন পেশকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত আদেশটির বিরুদ্ধে আনীত রীট আবেদনটি নিয়ে আর শুনানির কোন অবকাশ নেই বলে দাবী করেছিলেন। এটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, গত ১৩ই অক্টোবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের যে আদেশ দেয়া হয় গত ১২ই নভেম্বর সেই আদেশের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। কাজেই যে আদেশের আদৌ কোন কার্যকারিতা নেই সে আদেশের বৈধতা বা অবৈধতা সম্পর্কে আর কোন প্রকার শুনানির অবকাশ নেই। তিনি তার বক্তব্যের সপক্ষে উচ্চ আদালতের কয়েকটি নজিরও উপস্থাপন করেছিলেন।

এটার্নি জেনারেলের বক্তব্য খন্ডন করে আবেদনকারীদের কৌসুলি ডঃ কামাল হোসেন ও সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ বলেছিলেন, আদেশটির কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেলেও এর প্রভাব বিদ্যমান আছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আদেশটির বৈধতা নিয়ে শুনানি চলতে পারে এবং আদালত সিদ্ধান্তও নিতে পারেন। তারও তাদের বক্তব্যের সপক্ষে উচ্চ আদালতের বেশ কয়েকটি নজির উপস্থাপন করেছিলেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্যশেষে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে এ সম্পর্কে যে আদেশ প্রদান করেন তাতে বলা হয় এ বিষয়ে শুনানি শুরু হবার সময় আদেশটির কার্যকারিতা ছিল এবং এখনো আদেশটির প্রভাব বিদ্যমান। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে শুনানি চলতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার আদেশটিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে যুগ্ম সচিব স্বাক্ষর করেছিলেন তাকে জেরা করার জন্য আদালতে উপস্থিত হবার এবং শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবদ্বয়কে নতুনভাবে পরিষ্কার বক্তব্যসহ হলফনামা প্রদানে আদেশদানের জন্য আবেদনকারীদের অপর একটি আবেদন আদালত নামঞ্জুর করেন।

আদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদনকারীদের আনীত অপর একটি আবেদনে সরকারের ওপর রুলনিশি জারি করার প্রার্থনা নামঞ্জুর করা হয়। আদেশে বলা হয়, আদালত প্রয়োজন মনে করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার আদেশটি বৈধ আইনের অধীনে হয়েছে কিনা দেখতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে ভিন্ন কোন রুলনিশি প্রদানের প্রয়োজন মনে হয় না।

এটর্নি জেনারেলের আবেদনের প্রেক্ষিতে আগামী সোমবার পর্যন্ত শুনানি মুলতবী রাখা হবে।

OF SHEETS